সাংবাদিক সম্মেলনে হুগলির বাঁশবেড়িয়ার কার্তিক পুজোর ম্যাপ প্রকাশিত হল। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত, জেলা পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) সুকেশ জৈন, বাঁশবেড়িয়া পৌরপ্রধান অপরাজিতা শীল, সিআইসি অমিত ঘোষ প্রমুখ।

রেললাইন থেকে উদ্ধার ছাত্রীর দেহ

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ রহস্যজনকভাবে রেললাইন থেকে উদ্ধার হল এক নিখোঁজ ছাত্রীর দেহ। ওই ছাত্রীর নাম অতশ্রী নন্দী (২৩)। বাড়ি হুগলির গোঘাটের খরিয়া গ্রামে। বাবা কাঞ্চন নন্দী পেশায় চাষী। জানা গেছে, অতশ্রী সম্প্রতি চন্দননগরের একটি কলেজ থেকে বেসিক প্রাইমারি টেনিং শেষ করেছিল। সেই প্রয়োজনেই সে আরামবাগের কিছু বন্ধুর সঙ্গে মঙ্গলবার সকালে চন্দননগর গিয়েছিল। কাজ সেরে রাতের ট্রেনে বন্ধুদের সঙ্গেই বাড়ি ফিরছিল। ট্রেনটি গোঘাট স্টেশনে রাত ৯টা ১০ মিনিটে পৌঁছায়। অন্যান্য বন্ধুরা আরামবাগ স্টেশনে নেমে যায়। সে একাই ট্রেনে ছিল। তাকে স্টেশন থেকে তার এক মাসতুতো দাদা আনতে গিয়েছিল। ট্রেনটি আরামবাগ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অতশ্রী ওই দাদাকে কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে যাবে বলে জানিয়েছিল। কিন্তু গোঘাট স্টেশনে ট্রেন পৌঁছালেও অতশ্রী নামেনি। তখন ট্রেনের সমস্ত কামরা পরীক্ষা করেও অতশ্রীকে না পেয়ে দাদা তার মোবাইলে ফোন করেন। ৪-৫বার রিং বাজে। কিন্তু কেউ ধরেনি। এরপর আর ফোন বাজেনি। তখন পরিবারের লোকেরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেন। গোঘাট থানার পুলিশকেও জানান। বুধবার সকালে থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন। পুলিশ মোবাইল টাওয়ার লোকেশন পরীক্ষা করে গোঘাটের গোবিন্দপুরের ঠিকানা পায়। যেটি মৃতদেহ যেখানে পড়েছিল তার খুব কাছেই। এরপর এদিন দুপুরে অতশ্রীর পরিবারের লোকজন গোঘাট স্টেশন থেকে আরামবাগ স্টেশনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে রেললাইন ধরে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। গোঘাটের পাতুলসাঁড়ার কাছে প্রথমে তাঁরা অতশ্রীর ব্যাগ খুঁজে পান। তারপর ছাতাও দেখতে পান। কিছুটা দূরে রেললাইনের ধারে কাশবনের মধ্যে অতশ্রীর দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। লাল চুড়িদার পরা অতশ্রীর মুখ গোঁজা অবস্থায় ছিল। এরপর তাঁরা গোঘাট থানায় জানান।

গোঘাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। পরিবারের লোকের দাবি, কেউ অতশ্রীকে ট্রেন থেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে খুন করেছে। যদিও পুলিশ অতশ্রী মৃত্যুর কারণ নিয়ে এখনও ধন্দে রয়েছে। জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের পরেই মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে।

চন্দননগরে রাস্তায় ধস

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর ঃ বুধবার সকাল থেকে শুরু হয় বৃষ্টি। এর ফলেই হুগলির চন্দননগর পৌরনিগমের ২১ নং ওয়ার্ডের জিটি রোডের লাগোয়া রাস্তায় ধস নেমেছে বলে জানান এলাকার বাসিন্দারা। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, এমনিতেই ২১নং ওয়ার্ডের রাস্তার অবস্থা খারাপ। ওয়ার্ড কাউন্সিলরকে বলা হলেও কোনও কাজ হয় না। তার উপর রাস্তায় ধসের কবলে। কবে যে ঠিক হবে তা আমাদের জানা নেই।

অন্যদিকে পৌরনিগমের এম আই সিকে খবর দিলে তিনি বলেন ওয়ার্ডের কাউন্সিলরকে বলুন, বলে জানান দুই টানা পোড়েনে বেহাল দশা যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

হতাশ জীবনে আশার আলো.....
জার্মান হোমিও কেয়ার
Mob.-9674533162 / 7890779979
SEX, প্রবলেম - যৌন সমস্যা
●সহবাসে অক্ষমতা ●ইন্দ্রিয় শিথিলতা ●শীঘ্র পতন ●ইন্দ্রিয় ছোট, ইন্দ্রিয় সরু ●উত্তেজনার অভাব ○স্বপ্নদোষ ●ধাতু তারল্য ●ধাতু ক্ষয় ●সিফলিস ●গনোরিয়া ●ফাইমোসিস
সহ যাবতীয় নারী-পুরুষ যৌন ও গুপ্ত রোগের সুচিকিৎসা নিন।
১০০% সুচিকিৎসা নিন
গোপনে মদ, গাঁজা, ড্রাগস, সিগারেট ও হেরোইন, ওটকাসহ যাবতীয় নেশা ছাড়ানো হয়।
★মহিলাদের বক্ষ সৌন্দর্য ★যাবতীয় চুলের সমস্যার সমাধান করা হয় ★অর্শ, ফিসচুলা, হাঁপানী, ডায়বেটিস ★ব্রণ, চর্মরোগ, পেটের রোগ ★রোগ থেকে মোটা-মোটা থেকে রোগ
আগে থেকে ফোনে নাম নথিভুক্ত করে আসুন।
শেওড়াফুলি (পোস্ট অফিসের পিছনে) মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি দুপুর ৩ টে থেকে সন্ধ্যা ৭টা, রবিবার সকাল ৯টা থেকে সকাল ১১টা
তারকেশ্বর কালীবাড়ীর মাঠের পূর্বদিকে শুক্রবার, রবিবার দুপুর ১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা
আরামবাগ পৌরহাটী মোড় শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা

ডেঙ্গু সচেতনতায় ক্লাবগুলিকে বাড়ি বাড়ি প্রচারে নামাচ্ছে গোঘাট তৃণমূল

সঞ্জীব ঘোষ, গোঘাট ঃ হুগলির গোঘাটের বিধায়ক মানস মজুমদার ইতিমধ্যেই তাঁর কর্মদক্ষতা দিয়ে গোঘাটবাসীর মন জয় করে নিয়েছে। এই মুহূর্তে রাজ্য জুড়ে ডেঙ্গু নামক জ্বর নিয়ে মানুষ তটস্থ হয়ে পড়েছেন। এই কথা মাথায় রেখে গোঘাট থানা এলাকার সমস্ত সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত ক্লাবগুলিকে নিয়ে ডেঙ্গু প্রতিরোধের জন্য মঙ্গলবার এক আলোচনা সভার আয়োজন করেন। এই সভায় ৪২টি ক্লাব যোগদান করে। ক্লাবগুলির পক্ষ থেকে জগবন্ধু ঘোষ জানালেন, কামারপুকুর এলাকাতে মশা, মাছিবাহিত রোগগুলি নিয়ে কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন ও ১১টি ক্লাব যৌথভাবে একটি কমিটি করে প্রায় ২ বছর ধরে প্রচার চালিয়ে আসছে। এছাড়া কামারপুকুর গ্রামকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে তোলার জন্য প্রতিমাসে একটি সাফাই অভিযান করা হয়ে থাকে। গোঘাট ১নং ও ২নং তৃণমূল ব্লক সভাপতি মনোরঞ্জন পাল ও তপন মণ্ডল ডেঙ্গু নিয়ে মানুষকে সচেতন হওয়ার জন্য আবেদন জানান। বিধায়ক মানস মজুমদার প্রত্যেকটি ক্লাবকে অনুরোধ করেন, তাঁরা যেন বিষয়টি নিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করেন। এছাড়াও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ক্লাবগুলিকে কমপক্ষে ১০টি মশারি এলাকার গরিব দুস্থদের হাতে তুলে দেওয়ার কথা বলেন। মানসবাবু একটি অঙ্গীকারপত্র ক্লাবগুলিকে দিয়ে বলেন, ১৯ নভেম্বর তাঁরা যেন গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে ওই অঙ্গিকারপত্রে স্বাক্ষর করিয়ে তাঁদেরকে যেন সচেতন করার চেষ্টা করেন। এছাড়াও মাইক নিয়ে গ্রামে গ্রামে প্রচার করার কথা বলা হয়। এই সভাতে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য নারায়ণ পাঁজা, হুগলি জেলা তৃণমূল যুব সহসভাপতি প্রদীপ রায়, প্রভাত ব্যানার্জী, হরেরাম রায়, স্বপন সাহানা প্রমুখ। প্রদীপ রায় বলেন, আমরা চাই ডেঙ্গু সচেতনতা একেবারে গ্রামের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিতে। এর জন্য ক্লাবগুলোকে কাজে লাগানো হচ্ছে। ক্লাবের সদস্যরা তাঁদের সুবিধামতো এলাকার মানুষের সঙ্গে গল্পের মাধ্যমে, গানের মাধ্যমে, আলোচনার মাধ্যমে সেই সচেতনতা পৌঁছে দেবেন। আমরা চাই প্রত্যেকটি মানুষ যেন ডেঙ্গুর ব্যাপারে সচেতন হয়ে ওঠেন।

অন্যদিকে গোঘাটের রেনবো স্পোর্টিং ক্লাবের কর্মকর্তা আব্দুল রহিম বলেন, এর আগে কোনও সরকার বা দল ক্লাবগুলিকে ভালো কাজে লাগানোর কথা ভাবেনি। তৃণমূল যেভাবে ডেঙ্গু প্রতিরোধের জন্য ক্লাবগুলিকে দায়িত্ব দিয়েছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। আমরাও সেই দায়িত্ব অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে পালন করতে চাই।

জলভরা সন্দেশের স্বীকৃতির দাবি

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর ঃ রসগোল্লা বাংলার সৃষ্টি। ওড়িশার সাথে লড়াইয়ে বাংলাকে রসগোল্লার সৃষ্টিকর্তার তকমা দিয়েছে জিআই। মঙ্গলবার এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই জলভরার স্বীকৃতি দাবি করেছে আলোর শহর চন্দননগর। কথিত আছে, ১২৯০ বঙ্গাব্দে ভদ্রেশ্বর তেলেনিপাড়ার প্রখ্যাত জমিদার বাড়িতে নতুন জামাইকে ঠকানোর জন্য চন্দননগরের মিষ্টি ব্যবসায়ী সূর্য মোদকের কাছে মিষ্টির অর্ডার আসে। সূর্যবাবু তালশাঁস আকৃতির অভিনব এক মিষ্টি বানান। তার ভিতরটি ছিল রসে ভরা। জামাইবাবাজী সকলের সামনে সেই মিষ্টিতে কামড় দিতেই চমকে ওঠেন। এ কি হল? জামাইয়ের পাঞ্জাবিতে মিষ্টির রস। সেই থেকেই সৃষ্টি আজকের জলভরা সন্দেশের। সেই সন্দেশ আজ বাংলা ছাড়িয়ে দেশ তথা দেশের বাইরেও সুনাম অর্জন করেছে। দীর্ঘদিনের লড়াইয়ের পর মিষ্টি যখন বাংলারই সৃষ্টি বলে দাবি করছেন জিআই কর্তারা তখন জলভরার স্বীকৃতি কেন মিলবে না? দাবি সূর্য মোদকের পোপৌত্র শৈবাল মোদক। তিনি বলেন, চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী, আলোর মতো জলভরাও বিশ্ববাসীর সুনাম অর্জন করেছে। তাই তিনি চান, কেন্দ্রীয় সরকার জলভরার স্বীকৃতি দিক। একই বক্তব্য, চন্দননগরের সাধারণ মানুষেরও। তাঁরাও চান, জিআই স্বীকৃতি মিলুক চন্দননগরের জলভরার।

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে

কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে
যোগাযোগ ঃ বাসুদেব লজ, কামারপুকুর
ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর আত্মহত্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করল এক ছাত্র। ওই ছাত্রের নাম অর্পণ দে (১৭)। বাড়ি হুগলির আরামবাগের মুথাডাঙ্গায়। সে স্থানীয় মুথাডাঙ্গা রামকৃষ্ণ উচ্চবিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র ছিল। বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করছিল। জানা গেছে, মাস তিনেক আগে বাড়ি থেকে দু কিমি মায়াপুর রেলস্টেশন এলাকায় তার বাবা সুশান্ত দে-র মৃতদেহ উদ্ধার হয়। সুশান্তবাবু পেশায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ছিলেন। এছাড়াও বাড়িতে তার মা আছেন। একমাত্র দিদির বিয়ে হয়ে গেছে। বাবার মৃত্যুর পর থেকেই মানসিক অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল অর্পণ। বন্ধুরা জানিয়েছে, তার পর থেকেই পড়াশোনাতেও সেই প্রভাব পড়ে। জানা গেছে, বুধবার সকালে অর্পণ আরামবাগ শহরে টিউশন পড়তে গিয়েছিল। বাড়ি ফেরার পথে সে স্থানীয় মাঠে খেলাও দেখেছিল। ওই সময় মুথাডাঙ্গা বেসিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্পোর্টস চলছিল। কিছুক্ষণ পর সে বাড়ি ফিরে যায়। পরে তার মা খাবার জন্য ডাকাডাকি করলে কোনও সাড়া শব্দ পাননি। এরপর তিনি কাছে গিয়ে দেখেন দরজায় ভিতর থেকে খিল লাগানো। অর্পণের মা তখন প্রতিবেশিদের ডেকে আনেন। তাঁরাই দরজা ভেঙে দেখেন অর্পণের নিথর দেহ বাড়ির সিলিং ফ্যানের সঙ্গে দড়ির ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলছে। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। জানা গেছে, সে একটি সুইসাইড নোট লিখে রেখে গেছে। সেখানে মাকে জানিয়েছে, আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। ইতি তোমার স্বার্থপর ছেলে।

নিরোগ ডায়গনস্টিক
আরামবাগ, কোর্টরোড, হুগলী
Ph : 03211-256950
Mob. 9732843677
MRI
3D Multi Slice CT Scan
Digital X-Ray
Colour Doppler
Ultrasonography
Echocardiography
2DM Mode & colour
Holter Monitor
Endoscopy
Colonoscopy
EMG
NCV
EGG
Pathology
FNAC

বড়ডোঙ্গলে দ্বারকেশ্বরের উপর স্থায়ী সেতুর দাবি

সৌম্যজিৎ নন্দী, আরামবাগ ঃ বহু শিল্প এবং বেশিরভাগ শহর গড়ে উঠেছে নদীর পাড়ে। সভ্যতার উন্নতির জন্য নদীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই নদীর উৎস কোনও পাহাড়ি এলাকায়। কিন্তু তা বহুদূর বিস্তৃত হয়ে অন্য কোনও নদী বা সমুদ্রে গিয়ে মেশে। নদীর এই দীর্ঘপথে তার পাড়ে যেমন বড় বড় শিল্প গড়ে ওঠে, শহর গড়ে ওঠে ঠিক তেমনি এই নদীগুলির বেশিরভাগ অংশই গ্রামীণ এলাকা দিয়ে বয়ে যায়। বর্ষার জলে পুষ্ট যে সব নদীগুলো আছে সেগুলিতে সারা বছর জল থাকে না। এই সব নদীগুলি বর্ষাকাল পেরিয়ে গেলেই শুকিয়ে যায়। আর এরাজ্যে বর্ষার জলে পুষ্ট নদীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। তাই এই নদীর জলকে কাজে লাগিয়ে গ্রামের চাষিরা ফসল ফলানোর কাজে ব্যবহার করেন, এরজন্য বাঁধ দিয়ে জলকে জমিয়ে রাখেন। কোনও কোনও জায়গায় নদী থেকে খাল কেটে সেখান দিয়ে জল নিয়ে গিয়ে চাষের জন্য ব্যবহার করা হয়। হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার উপর দিয়ে বয়ে গেছে দ্বারকেশ্বর নদ। এই নদ আরামবাগ মূল শহরের মধ্যে দিয়ে কিছুটা যাওয়ার পর এই ব্লকেরই বড়ডোঙ্গলের কাছে দুটি ভাগে ভাগ হয়েছে। যার ফলে বড় ডোঙ্গল এবং আর বেশ কয়েকটি

গ্রাম এখন দ্বীপের মধ্যে অবস্থান করছে। যার দুই দিকে দিয়েই নদী বয়ে গেছে। যে জায়গায় এই নদী ভাগ হয়েছে সেই জায়গার নাম তেমনি। এক্ষেত্রে নদীর তিনটি মুখ আছে বলে এই তেমণি নাম পরিচিতি লাভ করেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে জানা গেছে, এই নদীর জলকে চাষের কাজে লাগানোর জন্য ঝুমঝুমি নামে একটি খাল খনন করা হয়। এখানে দ্বারকেশ্বর নদটি ইউ টার্ন নিয়ে বয়ে গেছে। কিন্তু এই ঝুমঝুমি খালকে দ্বারকেশ্বর নদের সোজা করে খনন করেছিলেন স্থানীয় মানুষজন। প্রায় ৭০ বছর আগে এই খালটি খনন করা হয় বলে এলাকা সূত্রে জানা গেছে। কিন্তু এই খাল নদীর সোজাসুজি হওয়ায় তা পরে নদীর মূল স্রোতে পরিণত হয়। নদীর থেকে খালটির মধ্যে দিয়েই দ্বারকেশ্বর জল বেশি যেতে শুরু করে। বর্তমানে এটিই যেন মূল নদীতে পরিণত হয়েছে। আর এই খালের অন্যপ্রান্তে অবস্থিত হুগলির গোঘাটের বালিদেওয়ানগঞ্জ। পরবর্তীকালে বড়ডোঙ্গল গ্রামটি অনেক জনবহুল হয়ে ওঠে। দোকানপাট গড়ে ওঠে। নদীর মধ্যেই একটি ব্যবসায়িক কেন্দ্রে পরিণত হয়। এমনকি নিয়মিত হাট, বাজার বসে। এছাড়া এখানে রয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বেসরকারি বিদ্যালয় ও ব্যাঙ্ক। বর্তমানে এই বড়ডোঙ্গলের উপরেই আশেপাশের গ্রামগুলি নির্ভরশীল। অনেকেই এই গ্রামে ব্যবসা সূত্রে আসেন। অন্যদিকে আর একটি গ্রাম হল ছোটডোঙ্গল। এই গ্রামেরও বেশিরভাগ মানুষ প্রতিদিন নানা কাজে বড়ডোঙ্গলে যাতায়াত করেন। বর্ষাকালে এই নদীতে ফেরি চলাচল করে। আর নদী যখন শুকিয়ে যায় তখন ছোট একটি বাঁশের সেতু তৈরি করে তারপর নদী বক্ষে বালির উপর দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। কিন্তু নদীর জল যখন বেড়ে যায় তখন বড়ডোঙ্গলের সাথে ছোটডোঙ্গলের যোগাযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তখন হয় এলাকার মানুষদের ৫০ কিমি ঘুরে আরামবাগ হয়ে যেতে হয়, নয়ত রোজগার বন্ধ হয়ে যায়। তাই স্থানীয় মানুষজন স্থায়ী যাতায়াত ব্যবস্থার জন্য একটি স্থায়ী সেতুর দাবি করেছেন। তাঁরা চাইছেন এখানে অনেক ছাত্রছাত্রীও বড়ডোঙ্গলের স্কুলগুলিতে পড়াশোনা করে এবং অনেকে রোজগারের আশায় প্রতিদিন বড়ডোঙ্গল যান। তাই তাঁরা অনেক কষ্ট করে গন্তব্যে পৌঁছাতে বাধ্য হন। প্রত্যেকেই চান এখানে একটি সেতু হোক। তাহলে আরামবাগ-গোঘাট হয়ে বা বালিদেওয়ানগঞ্জের উপর দিয়ে বড়ডোঙ্গলে বাসও চালানো যাবে। এতে অনেকের সুবিধাও হবে। এপ্রসঙ্গে ছোটডোঙ্গলের বাসিন্দা জয়দেব নন্দী জানান, তাঁর বাড়ি এবং জমিজায়গা ছোটডোঙ্গল হলেও ব্যবসা বড়ডোঙ্গলে। দুই তাঁকে দেখাশোনা করতে হয়। তাই তিনি প্রতিদিন সাইকেলে বা মোটর সাইকেলে নদীঘাটে গিয়ে নৌকা পার হয়ে গন্তব্যে পৌঁছান। নৌকার জন্য দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। রাতে ফিরতে দেরি হলে নৌকো পাওয়া যায় না। সেতুটি বাঁশের হওয়ায় খুব সাবধানে যাতায়াত করতে হয়। তাই স্থায়ী ব্রিজ হলে এই অসুবিধা থাকত না। সনাতন ধাড়া নামে আর এক বাসিন্দা মোটর ভ্যান চালান। তিনি জানালেন, মোটর ভ্যানে করে সব্জী বা অন্যান্য জিনিসপত্র নদীর উপর দিয়ে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার করতে হয়। স্থায়ী সেতু থাকলে কোনও অসুবিধায় পড়তে হত না। মধুশ্রী মণ্ডল নামে এক ছাত্রী জানায় যে, সে বড়ডোঙ্গল হাইস্কুলে পড়াশোনা করে। সেখানেই টিউশন পড়তে যেতে হয়। সবসময় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নদী পার হয়ে যাতায়াত করতে হয়। এতে সময়ও নষ্ট হয়। তাই স্থায়ী সেতু থাকলে অনেক সুবিধা হত।

ইউনানী ও হার্বাল চিকিৎসাকেন্দ্র
জয় ক্লিনিক
মহিলা ও পুরুষের যে কোনও জটিল ও পুরাতন রোগ, স্ত্রীরোগ, যৌন রোগ, চর্মরোগ, গোপন রোগ, চেহারায় লাবণ্য, চুলের সমস্যা, রোগ থেকে মোটা ও মোটা থেকে রোগার সুচিকিৎসা করা হয়।
বিঃদ্রঃ– গোপনে মদ ছাড়াইবার ওষুধ দেওয়া হয়। ৯০ দিনে পরিবর্তন।
ডাঃ এল কে রায়
ফোনে যোগাযোগ করুন ঃ
৯৪৩৩২৭৬১০৬/৭৫০১৩৩০২০৭/
কলিকাতা দমদম, আরামবাগ, হেড়িয়া, উদয়নারায়ণপুর, শ্যামপুর

কামারপুকুর আটমিউজিয়াম ও হুগলি গ্রামীন জেলা পুলিশের যৌথ উদ্যোগে-
রাজ্যব্যাপী বসে আঁকো প্রতিযোগিতা
স্থানঃ- কামারপুকুর কলেজ মাঠ তারিখ-০১-শে ডিসেম্বর (রবিবার) ২০১৭ সময়ঃ- দুপুর ১-৩০ মিনিট থেকে ৩টা
সহযোগিতায়- কামারপুকুর ডি.এম.বি ক্লাব
প্রতি গ্রুপে ১ম, ২য়, ৩য় স্থান ৩০ জনকে সান্ত্বনা পুরস্কার (সর্বমোট ১১টি বিভাগে প্রতিযোগিতা হবে)
সকল বিভাগের বিষয়- যেমন খুশি আঁকো
নাম জমা দেবার শেষ তারিখ ০১/১২/২০১৭ (নিকটবর্তী অঙ্কন শিক্ষক অথবা-ONLINE)
বিস্তারিত জানার জন্য- ওয়েবসাইট-www.artmuseum81.org অথবা
Facebook-BASUDEB DEY/ 9735195716 ✱ M- 9735195716